পাঠ পরিকল্পনা-২১ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-২৩ : শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল কিয়াস

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা – ১. কিয়াস কাকে বলে?
১০ মিনিট	ইসলামই হচ্ছে মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন, হাদিস ও ইজমার মধ্যে যেসকল সমস্যার সমাধানের কোনো নির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার সমাধানের নিমিত্তেই ইসলামে কিয়াস এর প্রবর্তন করা হয়েছে। কিয়াস এর মাধ্যমে শরীয়াতের বহু মাসয়ালার সমাধান করা হয়েছে। ▶ **কিয়াসের পরিচয়** কিয়াস (قِيَاسٌ) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো : তুলনা করা, অনুমান করা, আন্দাজ করা, পরিমাপ করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইত্যাদি। কিয়াসের পারিভাষিক সংজ্ঞায়নে **ড. আব্দুল করীম যায়দান** বলেন, "যে বিষয়ের বিধানে কোনো নস বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের হুকুমে 'নস' বর্ণিত হয়েছে তার সাথে একথার পরিপ্রেক্ষিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের কারণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।" (আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ, পৃ. ১৯৪) মোটকথা, 'ইল্লাত' বা কার্যকারণের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ফায়সালা ও দৃষ্টান্তের আলোকে নবসৃষ্ট সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধান করাকে কিয়াস বলা হয়।
১০ মিনিট	**কিয়াসের গুরুত্ব ও বৈধতা** **১. কুরআন থেকে প্রমাণ :** মহান আল্লাহ নাযির গোত্রের ইসলাম বিরোধিতা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত এবং এর পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِي الْاَبْصَارِ "অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা আল-হাশর ৫৯:২) সুতরাং কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সমাধানের সাথে মিল রেখে অনুমান করে নতুন সমস্যার সমাধান করা তথা কিয়াস শারী'আতের একটি দলীল হিসেবে স্বীকৃত। **২. সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :** মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের পূর্ব মুহূর্তে রাসুল (সা.) তাকে বললেন- "হে মুয়ায' তুমি কিসের আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি কিতাবুল্লাহর মাঝে সমাধান না পাও? হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, তাহলে সুন্নাহর আলোকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি সুন্নাহতেও না পাও? হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, সে ক্ষেত্রে আমি আমার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করব।" (আবু দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৯২) এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেন। **৩. সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড ও ইজমা থেকে প্রমাণ :** কিয়াসের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধানের উপর সাহাবীগণের ইজমা সম্পন্ন অন্যতম হয়েছে। তাঁরা কিয়াসকে হুকুম উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণের ঐকমত্য হওয়া কিয়াসের মধ্যে রয়েছে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফাত সাব্যস্ত করণ। তাঁরা তাঁর খিলাফাতের দায়িত্বকে মহানবী (সা.) কর্তৃক তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের উপর কিয়াস করেছেন। **৪. বান্দার কল্যাণ :** ইসলামি আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য বান্দার কল্যাণ নিশ্চিত করা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিধান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত বিধানের পিছনে উদ্দেশ্য ও তার আইনী কার্যকারণও বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুজতাহিদ যখন লক্ষ্য করেন যে, বিধানের পিছনের উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ সমপর্যায়ের ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যেও বিদ্যমান, তখন পূর্বের মূল বিধানকে পরবর্তী মাসয়ালারও বিধান হিসেবে নিরূপণ করেন, যা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য।

	৫. নতুন সমস্যার সমাধান : মানুষ প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেসব বিষয়ের সরাসরি কোনো সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমায় বর্ণিত হয়নি। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও নিত্য-নতুন বিষয়ের শরয়ী বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল জীবনবিধান হিসেবে প্রমাণ করতে হলে কিয়াসের কোনো বিকল্প নেই।
৫মিনিট	**কিয়াসের নীতিমালা/শর্ত** নিজের খেয়ালখুশি মতো কিয়াস করা যাবে না। বরং নির্দিষ্ট নীতিমালা ও শর্তের ভিত্তিতে কিয়াস করতে হবে। **১. যে বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় রয়েছে, সে বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না।** **২. কিয়াস যেন কুরআন-হাদিস ও ইজমা বিরোধী না হয়।** **৩. যে সমস্যার সমাধান করা হবে এবং যে বিধানের সাথে কিয়াস করা হবে তা সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে।** ▶ **কিয়াসের রুকন :** কিয়াসের রুকন চারটি। যথা : **১. اَصْلٌ বা মূল :** আসল বলা হয় সেই বিষয়কে যার হুকুম সম্পর্কে 'নস' তথা কুরআন, হাদিস বা ইজম আছে। 'মদ হারাম' এটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। **২. فُرُوْعٌ বা শাখা :** শাখা বলা হয় সেই বিষয়কে যার হুকুম সম্পর্কে নস পাওয়া যায় না, অর্থাৎ নতুন সমস্যা। যার জন্য কিয়াস করা হবে। 'ইয়াবা হারাম না মুবাহ তা নির্ধারণ করা হলো নতুন সমস্যা' **৩. ইল্লত বা কারণ :** ইল্লাত বা কারণ সেই কার্যকারণ যার কারণ মূলের হুকুমে পেশ করা হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার সাথে কিয়াস করে ইয়াবা হারাম করা। এখানে কারণ হলো 'মস্তিষ্ক বিকৃত করা'। **৪. মূলের হুকুম :** এমন আসলের সাথে কিয়াস করা যাবে না। যা কেবল নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের জন্য বর্ণিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) চারের অধিক বিবাহ করেছেন। এটি কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং এর সাথে কিয়াস করে কোনো নতুন সমস্যার সমাধান করা যাবে না।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** সাকিব সমাজ জীবনের এমন কিছু সমস্যা নিয়ে রাকিবের সাথে আলোচনা করল, যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদিসে নেই। এমনকি ইজমা দ্বারাও এর সমাধান প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা এ সমস্যার সমাধানে একজন ইসলামি চিন্তাবিদের শরণাপন্ন হলে তিনি বলেন, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। যেকোনো সমস্যার সমাধানই ইসলামি শরিয়তে রয়েছে। ক. তুলনা করা এর আরবি প্রতিশব্দ কী? খ. বর্তমান সমাজে কিয়াস প্রয়োজন কেন? ব্যাখা কর। গ. উদ্দীপকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাকিব ও সাকিবের করণীয় ব্যাখা কর। ঘ. উদ্দীপকের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় শরিয়তের উৎসের করা হয়ে থাকে, তার আলোকে প্রমাণ কর যে ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা।